ঝিনাইদহে জনবল আত্তীকরণসহ নানা দাবিতে মানববন্ধন

যশোর বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (যবিপ্রবি)’র ঝিনাইদহ ক্যাম্পাসের জনবল আত্তীকরণ, নতুন শিক্ষাবর্ষে ছাত্র ভর্তি এবং বেতন-ভাতা ছাড়ের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

রোববার দুপুরে ক্যাম্পাসের প্রধান ফটকে মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করেন সংক্ষুব্ধ শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

মানববন্ধনে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়াও অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রী ও এলাকার বিভিন্ন শ্রেনিপেশার মানুষ অংশ নেন। সেসময় বক্তব্য রাখেন ডা. তারেক মুসা, ডা. রাকিবুল হাসান শাওন, শিক্ষার্থী মাহাদী মুরতাজা, সায়েদ মুহাইমিন, রমজান হোসেন, জাহিদ হাসান, আকরামুল ইসলাম, ইউসুফ আলী, প্রকল্প কর্মচারী সোহেল, তোফাজ্জেল হোসেন সোহাগ, ফিরোজ, আবু সাঈদ, কাওসার, ঝন্টু মেম্বার প্রমুখ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ২০২৩ সালে ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজকে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদ হিসাবে অধীভূক্ত করা হয়। পরে ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজের জনবলকে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদের অধীন আত্মীকরণের সুপারিশ করে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি)।

এছাড়া ইউজিসি ও আন্তঃমন্ত্রনালয়ের বৈঠকেও আত্তীকরণের সুপারিশ করা হয়। তারপরও দীর্ঘদিন অতিবাহীত হলেও এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। যে কারণে প্রতিষ্ঠানের অর্ধশত কর্মকর্তা-কমচারীদের ৯মাসের বেতন বন্ধ রয়েছে। এতে তারা মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

এছাড়া দীর্ঘ ৩টি শিক্ষাবর্ষে নতুন কোন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি না করায় ঝিনাইদহ ক্যাম্পাসের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। মাত্র ২জন স্থায়ী শিক্ষক ছাড়া খন্ডকালীন এবং অতিথি শিক্ষক দিয়ে চলছে অনুষদটি এতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাপক ভাবে ব্যাহত হচ্ছে বলে শিক্ষার্থীরা জানান।

এসময় বক্তারা ভেটেরিনারি কলেজে প্রতিষ্ঠাকালীন ও প্রজেক্টে নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মরত সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে যবিপ্রবি’র ভেটেরিনারি মেডিসিন ও সার্জারি অনুষদে আত্মীকরণ করে বেতন ছাড়ের দাবি জানান।

মুজিবনগরে পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে মানববন্ধন

“কৃষক বাঁচলে বাঁচবে দেশ, সুখে থাকবে বাংলাদেশ” এই স্লোগানকে সামনে রেখে পেঁয়াজের ভরা মৌসুমে ভারতসহ অন্যান্য দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ এবং ন্যায্য মূল্যের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন মুজিবনগরের পেঁয়াজ চাষিরা।

নতুন পেঁয়াজ উৎপাদন মৌসুম শুরু হওয়ায় কৃষকরা পেঁয়াজ তুলতে শুরু করেছেন। তবে, ব্যবসায়ীরা বিদেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি করায় ন্যায্য দাম না পেয়ে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন স্থানীয় কৃষকরা। এ পরিস্থিতিতে মৌসুমের এই সময়ে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধের দাবি জানিয়েছেন তারা।

সোমবার (১০ ফেব্রুয়ারি) বিকাল ৪টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে স্থানীয় কৃষক সমাজের ব্যানারে আয়োজিত এক মানববন্ধনে কৃষকরা সরকারের কাছে এই দাবি জানান।

মানববন্ধনে চাষিরা অভিযোগ করেন, “যখনই পেঁয়াজের ভরা মৌসুম শুরু হয়, তখনই সরকার পেঁয়াজ আমদানি করে। এর ফলে লোকসানের মুখে পড়তে হয় কৃষকদের। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানির ফলে স্থানীয় বাজারে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে।”

বর্তমানে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ২৫ থেকে ২৭ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে, যা উৎপাদন খরচের তুলনায় খুবই কম বলে দাবি করেন চাষিরা। তারা জানান, ভরা মৌসুমে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ না হলে বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়বেন তারা। এজন্য আগামী তিন মাস পেঁয়াজ আমদানি বন্ধের দাবি জানান উপজেলার কৃষকরা।

গত বছর পেঁয়াজের দাম বেশি হওয়ায় এবং দেশের চাহিদা মেটাতে কৃষকরা এ বছর বেশি পরিমাণে পেঁয়াজ আবাদ করেছেন। তবে কৃষকরা যখন পেঁয়াজ তুলতে শুরু করেছেন, ঠিক তখনই বিদেশ থেকে কম দামে এই কৃষিপণ্য আমদানি করা হচ্ছে, যা কৃষকদের জন্য বড় বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি পুনর্বিবেচনার দাবিতে গণমিছিল

মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি পুনর্বিবেচনার দাবিতে গণমিছিল করেছে সদর উপজেলা বিএনপি।

রবিবার (২ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে মেহেরপুর কাথুলী রোডের জেড কে ফিলিং স্টেশন থেকে একটি মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিলে নেতাকর্মীরা মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

এর আগে জেড কে ফিলিং স্টেশনে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্তারা বলেন, “১৬ বছর যারা রাজপথে লড়াই-সংগ্রামে ছিলেন না, তারাই এখন আহ্বায়ক কমিটিতে জায়গা পেয়েছেন। টাকার বিনিময়ে আওয়ামী লীগের দোসরদের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা আমরা মানি না।”

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাসুদ অরুন বলেন, “আমরা কেন্দ্রের কাছে আবেদন করেছি। বলিনি যে কমিটি মানি না, বরং বলেছি কমিটি পুনর্বিবেচনা করা হোক। জনগণের মতামতের ভিত্তিতেই মেহেরপুর জেলার নেতৃত্ব গঠিত হবে। আগামী দিনে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বেগম

খালেদা জিয়ার নির্দেশনায় নতুন বাংলাদেশ পরিচালিত হবে।”

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্ট, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মারুফ আহমেদ বিজন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি বাবু সাবের, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইদুর সুজন, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ইসমাইল হোসেন, পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মকলেছুর রহমান স্বপন, জেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা, গাংনি পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক আহমেদ রাজিব খান, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হাসনাত আফরোজসহ বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুরে বিএনপি’র আহবায়ক কমিটি পুর্ণবিবেচনার দাবিতে গণ মিছিল

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটি পুর্ণবিবেচনার দাবিতে গণ মিছিল করেছে সদর উপজেলা বিএনপি।

বৃহস্পতিবার (২৩ শে জানুয়ারি) বেলা ১২ টার দিকে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড় প্রাঙ্গণ থেকে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে নেতাকর্মীরা মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি পুর্ণবিবেচনার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপি’র নির্বাহী সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও পৌর বিএনপি’র সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা বিএনপির সাবেক সহ

সংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্ট, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা কৃষকদলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান, শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা, গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক আহমেদ রাজিব খান, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি বাবু সাবের, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইদুর সুজন, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ইসমাইল হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হাসনাত আফরোজ সহ বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা।

এর আগে কলেজ মোড় প্রাঙ্গণে একটি পথসভা হয়। পথসভায় বক্তারা বলেন, ১৬ বছর যারা রাজপথে লড়াই সংগ্রামে ছিল না তারা আজ আহ্বায়ক কমিটি হয়েছে। এই আহবায়ক কমিটি টাকার বিনিময়ে আওয়ামী লীগের দোসরদের কমিটিতে নিয়ে আসছে।
এ কমিটি আমরা মানি না, কমিটি হবে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে জনগণের সামনে, জনগণের কথায় হবে শেষ কথা।
কেন্দ্রীয় বিএনপি’র নির্বাহী সদস্য ও মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, আমরা শুক্রবারের রাজনীতি করি না। শুক্রবারে রাজনীতি যারা করে তারা জনগণের সাথে মিশতে পারে না। জনগণই ঠিক করে দেবে আগামী মেহেরপুরে বিএনপির কে হালকে ধরবে।

ঝিনাইদহে ভ্যাট ও সম্পুরক শুল্ক প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন

বর্ধিত ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহারের দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় কর্মসুচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ হোটেল রেস্তোঁরা মালিক সমিতি’র আয়োজনে ঝিনাইদহ জেলা শাখা এই মানববন্ধন কর্মসুচি পালন করে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব চত্বরে মানববন্ধন ও

প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। মানববন্ধনে ঝিনাইদহ জেলার আড়াই’শ হোটেল, রেস্তোঁরা, মিষ্টির দোকান ও ফাস্টফুডের দোকানের মালিক ও কর্মচারীরা অংশ গ্রহণ করেন।

মানববন্ধন শেষে এক প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, ঝিনাইদহ জেলা রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি’র সভাপতি আবিদুর রহমান লালু, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন, সৈয়দ আলী, এ কে আজাদ, সুব্রত ঘোষ, নাসির উদ্দীন, মেহেদী হাসান ও নিতাই ঘোষ প্রমুখ। বক্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে মানুষের আয় রোজগার কমে গিয়েছে। ফলে হোটেল রেস্তোঁরাই আগের মতো ব্যবসা নেই। তার উপর নতুন প্রস্তাবিত বর্ধিত ১৫% ভ্যাট ও ১০% সম্পূরক শুল্ক ব্যবসায়ীদের জন্য চাপ সৃষ্টি করবে। ব্যবসায়ীরা হুশিয়ার উচ্চারণ করে বলেন, বর্ধিত ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার না করলে তারা ব্যবসা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে।

মেহেরপুরে সমাজসেবার সহকারি পরিচালকের বদলীর দাবিতে মানববন্ধন

মেহেরপুর সমাজসেবার সহকারি পরিচালক কাজী কাদের মোঃ ফজলে রাব্বির বদলীর দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে সাধারণ ছাত্র জনতা।

সোমবার (১৩ই জানুয়ারি) সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এই মানববন্ধন ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। এসময় বক্তব্য রাখেন তাহসিন রাব্বি, মাহাফুজুর রহমান সুইম, হাফিজুর হক প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, আওয়ামী লীগের দোসর ফজলে রাব্বি নানা অনিয়ম দুর্নীতিতে জড়িত। জেলা সমাজসেবাকে সে দুর্নীতির আতুরঘর বানিয়েছে। ইতোপূর্বে বিভিন্ন গণমাধ্যম তার বিরুদ্ধে একাধিক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বিগত ও বতর্মান জেলা প্রশাসকের কাছে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। তারপরও তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এই দুর্নীতিবাজকে মেহেরপুর থেকে দ্রুত বদলী করা না হলে আগামীতে

কঠোর কর্মসূচি পালন করা হবে।

দর্শনায় মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবিতে সড়ক বন্ধ করে আন্দোলন

চুয়াডাঙ্গা দর্শনায় ডি.এস ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যক্ষ মাও. শফি উদ্দিন মোল্লার পদত্যাগের দাবিতে প্রায় এক ঘন্টা সড়ক বন্ধ করে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করেছে। পরে দর্শনা থানার ওসি শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানের জন্য আশ্বস্ত করাই তারা সড়ক ছেড়ে মাদ্রাসায় ফিরেছে। আজ মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে দর্শনা প্রেসক্লাবের সামনে এ আন্দোলন করে মাদরাসার শিক্ষার্থীরা।

জানাগেছে, দর্শনা ডি.এস ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যক্ষ মাও. শফি উদ্দিন মোল্লার বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ তুলে শিক্ষার্থীরা তার পদত্যাগের দাবিতে এ আন্দোলন করে। বেলা ১১ টা ৪৫ থেকে ১২ টা ২৫ পর্যন্ত ৪০ মিনিট ধরে শিক্ষার্থীরা রাস্তা বন্ধ করে এ আন্দোলন করতে থাকে। যার ফলে দূর পাল্লার পরিবহন, ট্রাক, মাইক্রো-বাস, ইজিবাইক, ভ্যান, মোটরসাইকেল, বাইসাইকেল সহ এ সড়কে চলাচলকারী পথচারীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। পরে খবর পেয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহম্মদ শহীদ তিতুমীর থানার অফিসার ফোর্স সহ ঘটনাস্থলে পৌঁছে শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানের জন্য আস্বস্ত করে তাদেরকে সাথে নিয়ে মাদ্রাসার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যক্ষ সহ অন্যান্য শিক্ষক, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র নেতা এবং আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করেন। বিষয়টি প্রায় সমাধানের পর্যায়ে রয়েছে।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ হচ্ছে- দাখিল (এসএসসি) পরিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা টেস্টে একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নিয়ে পরিক্ষা দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। মাদ্রাসার

ঘর ভাড়া দিয়ে ফান্ডে টাকা থাকার সত্বেও গরীব শিক্ষার্থীদের রেজিষ্ট্রেশন করতে মাদরাসা ফান্ড থেকে সহায়তা দিতে অপারগতা প্রকাশ করা। তিনি দ্বায়িত্ব নিয়ে মাদ্রাসার শিক্ষার্থী দিনে দিনে কমে যাওয়া। মাদ্রাসার ঘর/গোডাউন ভাড়া নেওয়া লোকজন মাদ্রাসা চলাকালীন সময়ে সেখানে শিক্ষার্থীদের সামনে সিগারেট ধরিয়ে যাওয়া- আসায় কোন বাঁধা না দেওয়ায় শিক্ষার্থীরা সেখানে সিগারেট খাচ্ছে এসব বিষয়ে কোন পদক্ষেপ না নেওয়া সহ বেশ কিছু অভিযোগ তুলে শিক্ষার্থীরা এ আন্দোলন করে।

এ বিষয়ে মাদ্রাসার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যক্ষ মাও. শফি উদ্দিন মোল্লা বলেন, আমার বিরুদ্ধে যেসকল অভিযোগ করা হয়েছে তা পরিকল্পিত ও ভিত্তিহীন। শিক্ষার্থীদের পিছনে কোন এক ইন্দোনদাতা অপশক্তি হিসাবে কাজ করছে আমাকে হেও প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে। তবে আমি আমার জায়গা থেকে সঠিকভাবে দ্বায়িত্ব পালনের চেষ্টা করছি।

দর্শনায় রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ ও ছাত্রলীগ নিষিদ্ধের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

দর্শনায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আয়োজনে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ ও ছাত্রলীগের নিষিদ্ধের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও গনজামায়েত অনুষ্টিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে দর্শনা রেলবাজার শাহারিয়ার শুভ মুক্ত মঞ্চ থেকে এ গনজামায়েত ও মিছিলটি বের হয়।

এ মিছিলে ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ ও ফ্যাসিটদের দোসোর রাষ্টপতি সাহাবুদ্দিন চুপ্পুর পদত্যাগের দাবিতে বিপ্লবি ছাত্র-জনতার উদ্দ্যগে গন জামায়েত ও বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়।

মিছিলটি দর্শনার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন শেষে দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড চৌরাস্তার মোড়ে এক পথ সভায় বক্তরা বলেন, অবিলম্বে

ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের দোসোর রাষ্টপতি সাহাবুদ্দিন চুপ্পুর পদত্যাগ না করা পর্যন্ত এ আন্দোলন চলবে। বর্তমান সরকারের সময় ফ্যাসিবাদী সরকারের দোসর ও ছাত্রলীগ বিভিন্ন অপতৎপরতা চালানো চেষ্টা করছে।আমরা ছাত্র জনতা সজাগ থেকে যে কোন ষড়যন্ত্র প্রতিহত করবো। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের বাইরে থেকে দেশ বিরোধী নানা ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করছে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ছাত্রজনতাকে সজাগ থাকার আহব্বান জানান।

এ সময় বক্তব্য রাখেন দর্শনা থানা জামায়েতের সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমান টুকু, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র জনতা আন্দোলনের সমন্বয়ক রিফাত রহমান, তানভীর অনিক। আর অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ছাত্র আন্দোলন শিক্ষার্থী নাঈম ফেরদৌস।

“ভাবি ও বোনকে হত্যার দায়ে ভাইয়ের ফাঁসি দাবি করলেন ঘাতকের বোন”

গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জাকিউল ইলমার হত্যাকারী ওহিদুলের দ্রুত বিচার ও দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (১৪ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০ টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্তরে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি গাংনী উপজেলা শাখা।

গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উপজেলা শাখার সভাপতি পলাশীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আক্তারুজ্জামান বকুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান বকুল।

বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নির্বাহী

সভাপতি ও এবাদৎখানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাওছার আলী, ধানখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মকবুল হোসেন, নওদাহোগলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রহিদুল ইসলাম, খড়মপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইদুল ইসলাম, নিহত শিক্ষক জাকিউল ইসলামার মামা ফেরদৌস আহম্মেদ, ঘাতক ওহিদের বড় বোন বুলবুলি খাতুন, নিহত ইলমার ছোট ভাই ত্বোহা, বড়বামন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক হাসানুজ্জামান হাসান, সহড়াতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আবু হেনা মোস্তফা কামাল, গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও নিহত ইলমার সহকর্মী মুক্তা খাতুন, হাড়িয়াদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক লাবনী আক্তার প্রমুখ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ঘাতক মহিবুল ইসলাম ওহিদের দ্রুত বিচার ও সর্ব্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানান।

ঘাতক মহিবুল ইসলাম ওহিদের বোন তার অপর বোন ও ভাবিকে হত্যার দায়ে আপন ভাই মহিবুল ইসলাম ওহিদের ফাঁশি দাবি করেন। শিক্ষকদের আয়োজন মানববন্ধনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এদাবি করেন। তিনি বলেন, ঘাতক আমার ছোট ভাই। আমি তারপরও তার সর্ব্বোচ্চ শাস্তি দাবি করছি।

নিহত ইলমা গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক।

উল্লেখ্য, গত শনিবার (১২ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১ টার সময় পৈত্রিক সম্পত্তির ভাগাভাগি ও পুকুরে মাছ ছাড়ার প্রস্তুতিকালে মহিবুল ইসলাম ওহিদ তার বোন জোছনা খাতুন, মেঝো ভাই জাহিদ হোসেন, তার স্ত্রী জাকিউল ইলমা ও ছোট বোন শামীমা খাতুনকে রামদা দিয়ে এলাপাতাড়ি কোপাতে থাকে। ঘটনাস্থলেই জাকিউল ইলমা ও জোছনা খাতুন নিহত হন। গুরুতর আহত হন ভাই জাহিদ হোসেন ও অপরা বোন শামীমা খাতুন।

ঘাতক মহিবুল ইসলাম ওহিদ সানঘাট গ্রামের দাড়ের পাড়া এলাকার আব্দুল আজিজের ছেলে ও স্থানীয় এসজিও সানঘাট পল্লী উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক।

হত্যাকন্ড ঘটিয়ে ঘাতক মহিবুল ইসলাম ওহিদ রক্তমাখা শরীরে মাঠ দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় আমঝুপি এলাকা থেকে ডিবি ও গাংনী থানা পুলিশের যৌথ অভিযানে আটক হন। বর্তমানে সে পুলিশী প্রহারায় মেহেরপুর ২৫০

শয্য বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

জানা গেছে,, পৈতৃকি সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনদের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ মামলা মোকদ্দমা চলে আসছিলো। আজ সকালে নিহত জোছনা খাতুন অপর বোন শামীমা খাতুন পিতার ১ একর ২৭ শতক জমির পুকুরে মাছ ছাড়তে এসেছিলেন। সকালে সবাই মিলে বাড়িতে মিমাংসায় বসেছিলেন। মিমাংসার এক পর্যায় বোন জোছনা খাতুন, শামীমা খাতুন, মেঝো ভাই জাহিদ ও তার স্ত্রী জাকিউল ইলমা পুকুরে মাছ ছাড়তে যান। এসময় মহিবুল ইসলাম ওহিদ ধারাল রামদা দিয়ে তাদের একের পর এক কোপাতে থাকেন। এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন বোন জোছনা খাতুন ও ভাইয়ের স্ত্রী গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক (বরখাস্ত) জাকিউল ইলমা। এসময় গুরুতর আহত হন অপর বোন শামীমা খাতুন ও ভাই জাহিদ হোসেন।

ঘাতক মহিবুল ইসলাম ওহিদ সানঘাট পল্লী উন্নয়ন সংস্থা নামের একটি সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও সানঘাট গ্রামের আব্দুল আজিজের ছেলে।

প্রতিবেশী তোহিদুল ইসলাম জানান, আব্দুল আজিজের প্রায় ৩০ বিঘা জমি। ৩ ছেলে ও ৩ মেয়ে। এদের মধ্যে ঘাতক মহিবুল ইসলাম সবার ছোট। বাবা মারা যাবার সময় আব্দুল আজিজ তার স্ত্রী রশিদা খাতুনকে ১১ বিঘা জমি রেজিস্ট্রি দিয়ে গেছেন। মায়ের ১১ বিঘা জমি জমি নিজ নামে নেওয়ার জন্য মহিবুল ইসলাম দীর্ঘদিন যাবৎ চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। এছাড়া বাড়ির ১ একর ২৮ শতক জমির পুকুর আওয়ামী লীগের দলীয় ক্ষমতায় জোর দখল করে মাছ চাষ করে আসছিল। এনিয়ে গ্রামের মন্ডল মাতব্বর নিয়ে একাধিকবার শালিস বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও কোনো সমাধান হয়নি।

এনিয়ে মহিবুল ইসলাম ওহিদ তার ভাই ও বোনদের নামে গাংনী থানা ও মেহেরপুর আদালতে একাধিক মামলা দিয়েছেন। তার মামলায় নিহত জাকিউল ইলমা এর আগে বরখাস্ত হয়েছেন।

নিহত জোছনা খাতুনের স্বামী হাফিজুল ইসলাম বলেন, মহিবুল ইসলাম গাংনী উপজেলা শহরের ১৮ শতক জমি ও বাড়ির ১ একর ২৮ শতক জমির পুকুর একাই দখল করে আছেন। এছাড়া আমার শাশুড়ির ১১ বিঘা জমি দখলে রেখেছে ছোট ভাই ওহিদ। এনিয়ে সে কয়েকটি মামলা করেছে। আজ সকালে আমি আর আমার স্ত্রী জোছনা খাতুন সানঘাট গ্রামে আসি। বাড়িতে সবাই বসে মিমাংসার চেষ্টা চালানো হচ্ছিল। ওহিদ এই পুকুরটি বিগত চার বছর যাবৎ একাই মাছ চাষ করছিলেন। সবার দাবি ছিল এই চার বছর

বাকি ভাই বোন চাষ করবে। এক পর্যায়ে মাছ ছাড়ার কথা বললে সে তার ব্যাগে থাকা ধারালো অস্ত্র দিয়ে একের পর এক এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকেন। ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হওয়ার পর সে পালিয়ে যায়।

প্রতিবেশী তহিদুল ইসলাম জানান, ভাই বোনের জমির ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা একাধিকবার শালিস বৈঠক করেছেন। ভাই বোনরা ওহিদ ২ এক বিঘা জমি বেশী দিয়ে তাদের ফ্যাসাদ মেটানোর চেষ্টা করেছেন। তারপরেও ওহিদ সেটা মেনে নেয়নি। নিজেকে আওয়ামীলী কর্মী দাবি করে সে জোর করে একাই ভোগ করছে পিতার রেখে যাওয়া পুকুর, মাঠের জমি ও গাংনীর বাড়ি। তিনি আরও বলেন, ওহিদ ভাই বোনের নামে একাধিক মামলা দিয়ে তাদের বিভিন্ন সময়ে হয়রানি ও নির্যাতন করেছে। শুধু ভাই বোনকেই নয়, এলাকার অনেক মানুষকে সে মামলা দিয়ে হয়রানি করেছে। সে যখন গাংনী থেকে গ্রামে আসে তার ব্যাগের মধ্যে সব সময় রামদা ও বড় সাইজের দা থাকে। ভাই বোন কিছু বললে তাদের হত্যা করবে বলে হুমকী দিয়ে আসছিল।

শিক্ষক দিবসেও ১০ম গ্রেড বাস্তবায়নের দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

বিশ্ব শিক্ষক দিবসেও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের ১০ম গ্রেড বাস্তবায়নের দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে আজ শনিবার (৫ অক্টোবর) বিশ্ব শিক্ষক দিবসে শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে জেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকবৃন্দের ব্যানারে এ মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অংশ নেয়। সেসময় সহকারী শিক্ষক মোহাম্মদ আবু মাসুদ, মোহাম্মদ আলী, নজরুল ইসলাম, আলম পারভেজ,

আজাদ হোসেনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা, ন্যায্যতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের ১০ম গ্রেড বাস্তবায়নে সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রতি আহ্বান জানান। দাবী মানা না হলে কঠোর কর্মসূচীর হুশিয়ারি দেন।